



222629 - রমযান মাসে বতিড়তি শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

প্রশ্ন

রমযান মাসে শয়তান যদি শৃঙ্খলতি থাকে তাহলে কুরআন তলোওয়াতরে সময় কথিবা খারাপ চিন্তার উদ্রকে হলে বতিড়তি শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরী কনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সহহি হাদিসসমূহে সাব্যস্ত হয়ছে যে, রমযান মাসে শয়তান শৃঙ্খলতি থাকে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যখন রমযান মাস প্রবশে করে তখন আসমানরে দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শকিল পরানো হয়।"[সহহি বুখারী (১৮৯৯) ও সহহি মুসলিমি (১০৭৯)]

কিন্তু এ শৃঙ্খলরে কারণে রমযান মাসে বতিড়তি শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা বর্জন করা অনবির্ষ হয় না। বিশেষতঃ যে স্থানগুলোতে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা শরিয়তরে বধিন। যমেন কুরআন তলোওয়াতরে সময়, টয়লটে প্রবশে করার সময় ও অন্যান্য ক্ষত্রে। অনবির্ষ হয় না দুটো কারণে:

১। হাদসিে রমযান মাসে শয়তানকে শৃঙ্খলতি করা ও শকিল পরানো সাব্যস্ত হয়ছে। কিন্তু হাদসিে এ কথা বলা হয়নি যে, শয়তানরে কুমন্ত্রণা দেওয়া স্থগতি হবে।

আবুল ওয়ালদি আল-বাজি (রহঃ) বলেন: "শয়তানদেরকে শৃঙ্খলতি করা হয়": এ কথাটির একটা উদ্দেশ্য হতে পারে প্রকৃতই শয়তানরা শৃঙ্খলতি। তাই তারা কিছু কর্ম করতে পারে না যগুলো করার জন্য তাদেরকে মুক্ত থাকা লাগে। কিন্তু তাদের কোনো ধরণে তৎপরতা থাকে না এতে এমন কোন দললি নাই। কারণ مصفد (শৃঙ্খলতি) মানে হচ্ছে مغلول অর্থাৎ শকিল দিয়ে যার হাত গলার কাছে বাঁধা। সে কথা দিয়ে, দৃষ্টিভিঙগি দিয়ে ও অন্যান্য প্রচেষ্টা দিয়ে তৎপর থাকে।[আল-মুনতাকা (২/৭৫) থেকে সমাপ্ত]

مصفيد শব্দরে অর্থ সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য জানতে দেখুন [39736](#) নং ও [12653](#) নং প্রশ্নোত্তর।

২। শয়তান থেকে আলাহুর নকিট আশ্রয় প্রার্থনা করা একটা শরিয়তরে বধিন, একাধিক স্থানে এ নরিদশে দেওয়া হয়ছে।



যমেন- শয়তানরে প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণার সময়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যদি আপনার কাছে শয়তানরে পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা আসে তাহলে আল্লাহর আশ্রয় চাইবনে।"[সূরা আরাফ, ৭:২০০]

অনুরূপভাবে কুরআনে কারীম তলোওয়াত করার ইচ্ছা করলে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "অতএব, যখন কুরআন পাঠ করত চাইবনে তখন বতিড়তি শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইবনে।"[সূরা নাহল, ১৬:৯৮]

এর মানে হল বতিড়তি শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা একটি ইবাদত ও শরিয়তের নরিদশে। তাই মূলতঃ যনি এ বধিান দয়িছেনে তার পক্ষ থেকে কোন দললি ছাড়া কখনও কখনও এর কোন উপকার নাই এমনটি বলা ঠকি হব না। কেননা এটি গায়বী বিষয়; এতে ববিকে-বুদ্ধরি কোন দখল নাই। যহেতে শরিয়তে রমযান মাসকে শয়তানরে কাছ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার সাধারণ নরিদশে থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। যুক্তনিরিভর উদ্ভাবনরে মাধ্যমে রমযান মাসকে এ বধিান থেকে বাদ দেওয়ার কোন সুযোগ নাই। এমনকি রমযান মাসে শয়তান শৃঙ্খলতি আছে সটো মনে নেওয়া সত্ববেও। কেননা এ সংক্রান্ত সবকছু শরিয়তরে প্রদত্ত সংবাদ ও নরিদশে। আর শরিয়তরে সংবাদ ও নরিদশে মাঝে কোন বপৈরীত্য নাই।

সারকথা: মুসলমিরে কর্তব্য শরিয়ত নরিদশেতি স্থানগুলতে বতিড়তি শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা অব্যাহত রাখা। তার চন্তিয় নজিস্ব কোন যুক্ত কিংবা মনে কোন সংশয়রে উদ্রকেরে কারণে এ আমল ছড়ে না দেওয়া।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।